যুগান্তর

তারিখ ... 21 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

ভুলের মাশুল দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা

মুসতাক আহমদ

- ছয় বছরেও আয়ত্তে আসেনি সৃজনশীল ব্যবস্থা
- ঘন ঘন নতুন বিষয় ও পদ্ধতি প্রয়োগ
- শিক্ষক তৈরির আগেই চালু হচ্ছে পাঠ্যক্রম
- ছাত্রদের গিনিপিগ বানিয়ে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

শিক্ষা ব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন হয়েছে ছয় বছর আগে। দীর্ঘ সময়েও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অনেকেই এ পদ্ধতি আয়ত্তে আনতে পারেননি। এর মাঝে এসেছে আরও পরিবর্তন। শিক্ষাক্রমে যোগ হয়েছে নতুন নতুন বিষয়। অথচ দক্ষ শিক্ষক তৈরি হয়নি। শিক্ষক তৈরির আগেই যোগ হয়েছে নতুন পাঠ্যক্রম। ফাঁসরোধে চালু হয়েছে লটারির মাধ্যমে প্রশ্ন বিতরণ ব্যবস্থা। শিক্ষার্থীদের ওপর ঘন ঘন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষাবিদদের মতে, ছাত্রছাত্রীদের গিনিপিগ বানিয়ে তাদের ওপর নতুন বিষয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর। শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অনেকেই ঘন ঘন পদ্ধতির পরিবর্তনকে নীতিনির্ধারকদের ভুল বলে স্বীকার করেছেন। ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে কোমলমতি লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীদের ওপর নতুন বিষয় ও পদ্ধতি ঘন ঘন প্রয়োগ করা হচ্ছে। শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের আগে ও পরে কী সমস্যা হতে পারে তা আগেভাগে নির্ণয় করা হয় না। আবার একটি পদ্ধতি চালুর পর অল্পদিনেই তা পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এটা ঠিক নয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। তিনি বলেন, সমস্যা আরও আছে। নতুন একটি পদ্ধতি প্রয়োগের সঙ্গে প্রশিক্ষণ, সময় ও অর্থ ব্যয়ের সম্পর্ক আছে। কিন্তু এসবের সমন্বয়ও আমরা পাই না। ফলে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে শিক্ষার মান আর ফলাফলের ওপর। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত কয়েক বছরে শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে সৃজনশীল আর নতুন কারিকুলাম ও পাঠ্যবই বাস্তবায়ন অন্যতম। শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং বিভিন্ন বোর্ডের নীতিনির্ধারকরা বলেন, নতুন এসব পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হলেও আগে থেকে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছিল না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ (পাইলটিং) পর্যন্ত করা হয়নি। তাদের মতে, হুট করেই শিক্ষার্থীদের ওপর এক একটি বিষয় চাপিয়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক আছে কিনা, বিদ্যমান শিক্ষকরা বিষয়টি পড়াতে পারবেন কিনা, তারা কতটা যোগ্য ও দক্ষ এসব বিবেচনা করা হয় না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন পাঠ্যবইয়ের ওপর ধারণা দিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয় অনেক পর। আবার সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ না দেয়ার রেকর্ডও রয়েছে। ফলে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে গিয়ে নীতিনির্ধারকরা বিভিন্ন সময়ে যেসব ভুল করেছেন তার মাশুল দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের। হাজার হাজার শিক্ষার্থী পাবলিক পরীক্ষায় ফেল করছে। এর ফলে তারা আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির মুখে পড়ে। ফেল করার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর

শিক্ষার্থীরা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

● বিশেষ আয়োজন শিক্ষা পৃষ্ঠা ১৩